চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বিষয়ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, "দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ও তদুদ্দেশে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সংশোধিত প্রেষণ নীতিমালা-২০১৩" স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ১২ (বার) পাতা।

০৪/০৪/২০১৬

(খান মোঃ নুরুল আমীন)
উপ-সচিব
ফোন-৯৫৪০৭৩০
E-mail address: sasme1@mohfw.gov.bd
kmna21@yahoo.co.uk

সিস্টেম এনালিস্ট
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

ইউ.ও.নোট নং-স্বাপকম/চিশি-১/বিবিধ-১/২০১২/ ৩৮৪

তারিখঃ ০৪/০৪/২০১৬ খ্রিঃ

e-u.o.note

একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা।
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mohfw.gov.bd

নং-স্বাপকম/চিশি-১/শিক্ষানীতি-০৫/২০১২(অংশ-১)/৫৮০ তারিখঃ-১৯/০৯/২০১৩ খ্রিঃ

বিষয়ঃ-দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ও তদুদ্দেশে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সংশোধিত প্রেষণ নীতিমালা-২০১৩।

চিকিৎসকদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। চিকিৎসকগণ স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পর সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। তারপর তারা প্রেষণ বা শিক্ষা ছুটির মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও ইনষ্টিটিউট সমূহে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে সরকারি চিকিৎসকদের বাইরেও বেসরকারি চিকিৎসকদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, অনেক সরকারি চিকিৎসক দীর্ঘ মেয়াদে ছুটি নিয়ে তারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন, অনেকে যথাসময়ে বিভিন্ন পর্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারার কারণে বার বার প্রেষণ বা অসাধারণ ছুটি নিয়ে থাকেন। একদিকে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা প্রেষণ/ছুটিতে গমন করেন। অন্যদিকে অনেকে যথাযথ শৃঙ্খলার অভাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের অধিক সময় উচ্চ শিক্ষার জন্য অতিবাহিত করেন। এতে করে বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা ডিউটি পোষ্টের বাইরে অবস্থান করেন, যে কারণে মাঠ পর্যায়ে চিকিৎসকের সংকট দেখা দেয়। সমগ্র দেশব্যাপী, বিশেষ করে গ্রামে তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য এধরণের অসংগতি দূর করা প্রয়োজন। আবার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চাহিদা পূরণ এবং সেবার মান উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সরকারি চাকরিরত তরুণ চিকিৎসকদের জন্য উচচ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখা দরকার। সে কারণে স্বাস্থ্য খাতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি চাকরিরত চিকিৎসকদের দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর উচ্চশিক্ষা/ প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে সুষম ও ভারসাম্যমূলক এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২. সংগাঃ-

(ক) উচ্চ শিক্ষা/ প্রশিক্ষণঃ-এই নীতিমালায় উচ্চ শিক্ষা/ প্রশিক্ষণ বলতে এমবিবিএস/বিডিএস বা সমমানের ডিগ্রীর পরে পরিশিষ্ট-ক ও খ তে বর্ণিত ডিগ্রী/ ডিপ্লোমা সমূহকে বুঝাবে;

(খ) প্রেষণঃ এই নীতিমালায় প্রেষণ বলতে উচ্চ শিক্ষার জন্য অনুমোদিত প্রেষণ বুঝাবে;

(গ) সাব-স্পেশালিটিঃ সাব-স্পেশালিটি বলতে পরিশিষ্ট-খ তে বর্ণিত উচ্চতর ডিগ্রী সমূহকে বুঝাবে;

(ঘ) শিক্ষা ছুটিঃ শিক্ষা ছুটি বলতে বাংলাদেশ চাকুরী বিধিমালার পার্ট-১ এর বিধি ১৯৪ এবং এফ আর-৮৪ এর আওতায় শিক্ষা ছুটিকে বুঝাবে;

(ঙ) অসাধারণ ছুটিঃ অসাধারণ ছুটি বলতে ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯ এর ৯(৩)(১) উপ-বিধি এর আওতায় অসাধারণ ছুটিকে বুঝাবে;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ঃ- বিশ্ববিদ্যালয় বলতে কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝাবে;

৩. প্রেষণের যোগ্যতাঃ

(ক) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও তদনিম্ন স্বাস্থ্যস্থাপনায় চাকরির মেয়াদ ন্যূনতম ০২ (দুই) বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর রাজস্ব বাজেটের অধীনে বা রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত প্রকল্পে কর্মরত চিকিৎসকগণকে এ নীতিমালার অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বিভিন্ন কোর্সে/ প্রশিক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদা অনুযায়ী প্রেষণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে (স্বাস্থ্য সার্ভিসে কর্মকর্তাদের বদলী/পদায়ন নীতিমালা ২০০৮ এর অনুচ্ছেদ নং-৪.১)। পরিশিষ্ট-গ এ বর্ণিত বিষয় সমূহের জন্য উপজেলা বা তদনিম্ন পর্যায়ে চাকরির মেয়াদ শিথিল যোগ্য। পার্বত্য জেলা ও দূর্গম উপজেলাসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং মপবি/মাপ্রস/২ (১৪৩)/২০০২-২০০৪-৪৯,তারিখ ১৯/০৪/২০০৪ ইং- এ বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী কর্মরত চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে ০১ (এক) বৎসর শিথিল যোগ্য (পরিশিষ্ট-চ)।

(খ) এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ এই নীতিমালার শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে প্রেষণ প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(গ) কোন প্রার্থী কোন বিষয়ে নিম্নতর পর্যায়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে উচ্চতর কোর্সে অধ্যয়ন করার জন্য কোন প্রকার প্রেষণ বা ছুটি পাবেন না। যেমন; কোন প্রার্থী গাইনী ও অবসঃ বিষয়ে ডিপ্লোমা (যেমন-ডিজিও) করলে তিনি উক্ত বিষয়ে শুধু উচ্চতর ডিগ্রী, যেমন- এমএস/এফসিপিএস করার সুযোগ পাবেন। তবে মেডিকেল এডুকেশন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর বেলায় শিথিল যোগ্য।

(ঘ) উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করার পর কোন প্রার্থীর নিম্নতর কোর্সে অধ্যয়নের আবেদন বিবেচনা করা হবে না। যেমন-কোন প্রার্থী এমএস,এমডি,এমফিল, পিএইচডি, এফসিপিএস কোর্স সম্পন্ন করার পর ডিপ্লোমা বা সমমানের অন্য কোন কোর্সের জন্য বিবেচিত হবেন না।

(ঙ) কোন প্রার্থী কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা যেমন-ডিপ্লোমা বা সমপর্যায়ের পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হয়ে ডিগ্রী অর্জনের পর শুধুমাত্র ০৩ বৎসর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সক্রিয় ভাবে কর্ম সম্পাদনের পরই একই বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী যেমন-এমএস/এমডি/এমফিল/এফসিপিএস সমপর্যায়ের ডিগ্রী এবং এমএমইডি ডিগ্রী অর্জন/ ফেলোশীপ প্রশিক্ষণের জন্য প্রেষণ প্রাপ্য হবেন। একইভাবে কোন প্রার্থী একটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী (এমএস/এমডি/এমফিল/এফসিপিএস) অর্জনের পর শুধুমাত্র ০৩ বৎসর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সক্রিয় ভাবে কর্ম সম্পাদনের পরই পরিশিষ্ট-খ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের জন্য প্রেষণ যোগ্য হবেন।

(চ) কোন সরকারি চিকিৎসক জনস্বাস্থ্য (Public Health)-এর কোন বিষয়ে এমপিএইচ ডিগ্রী অর্জনের ০৩ বৎসর পর শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য বিবেচিত হবেন। এই নীতিমালা জারীর পূর্বে ক্লিনিক্যাল বিষয়ের কোন চিকিৎসক জনস্বাস্থ্য (Public Health)-এ এমপিএইচ ডিগ্রী অর্জন করে থাকলে ডিগ্রী অর্জনের ০৩ বৎসর পর সংশ্লিষ্ট ক্লিনিক্যাল বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য বিবেচিত হবেন। তবে এই নীতিমালা জারীর পর আর কোন চিকিৎসক ক্লিনিক্যাল বিষয়ে এ সুযোগ পাবেন না।

(ছ) এমডি/ এমএস/ এমফিল কোর্সের ফাইনাল পর্বে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা কেবল মাত্র থিসিস সম্পন্ন করার জন্য অতিরিক্ত কোন শিক্ষা ছুটি/ প্রেষণ পাবেন না। তার কর্মরত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থেকেই থিসিস সম্পন্ন করতে পারবেন। ছাত্র/ ছাত্রীকে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত প্রটোকল অনুযায়ী নির্দিষ্ট গাইড/ সুপারভাইজার এর তত্বাবধানে থিসিস সম্পন্ন করে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

(জ) কোন প্রার্থী কোন একটি কোর্সে কোর্স আউট/ স্বেচ্ছায় কোর্স ত্যাগ করলে বা প্রেষণ বাতিল করলে ঐ প্রার্থী আর কোন কোর্সের জন্য প্রেষণ বা কোন প্রকার ছুটি পাবেন না । তবে পরিশিষ্ট-গ এ উল্লেখিত বিষয় সমূহের ক্ষেত্রে (Cardiovascular & Thoracic Surgery ব্যতীত) এই শর্ত শিথিল যোগ্য হবে।

(ঝ) কোন প্রার্থীর বয়স ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) বছর উত্তীর্ণ হলে তিনি প্রেষণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না। তবে কোর্স সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনে শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা যাবে।

(ঞ) কোন প্রার্থীর বয়স ৫০ (পঞ্চাশ) বছর উত্তীর্ণ হলে তিনি প্রেষণ বা শিক্ষা ছুটি পাওয়ার যোগ্য হবেন না ।

(ট) রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত প্রকল্পের চিকিৎসকগণের ইউনিয়ন বা উপজেলা পর্যায়ে পদায়নের কোন সুযোগ না থাকায় প্রকল্পে কর্মরত চিকিৎসকগণের ক্ষেত্রে প্রকল্পে চাকরির মেয়াদ ন্যূনতম ১০ বছর পূর্ণ হলে প্রেষণ প্রদান করা হবে।

৪. সাধারণ নিয়মাবলীঃ

(ক) স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নরত/ ভর্তিকৃত/ নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা আন্তঃকলেজ/ প্রতিষ্ঠানে কোন মাইগ্রেশন (Migration) এর সুযোগ পাবেন না ।

(খ) কোন প্রার্থী একটি কোর্সে প্রেষণে থাকাকালীন সময়ে অন্য কোন কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাবেন না এবং কোন প্রার্থী কোন একটি কোর্সে নির্বাচিত হয়ে প্রেষণ/ শিক্ষাছুটি প্রাপ্ত হলে তিনি অন্য কোন কোর্সে/ প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবেও অংশগ্রহণ করতে পারবেন না । এর ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে প্রচলিত বিধান মতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহিত হবে।

(গ) প্রেষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ডিগ্রী অর্জন করার পর ন্যূনতম আরো ০৫ বছর সরকারি চাকরি করতে বাধ্য থাকবেন এই মর্মে স্ব-স্বীকৃত অঙ্গীকারনামা প্রদান করবেন। কোন চিকিৎসক উক্ত ০৫ বৎসরের মধ্যে সরকারি চাকরি ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি ১৫ (পনের)-লক্ষ টাকা সরকারকে জমা প্রদান পূর্বক ইস্তফা পত্র দাখিল করতে পারবেন।

(ঘ) কোন চিকিৎসক কোন কোর্সে প্রেষণ/প্রশিক্ষণ/শিক্ষা ছুটিতে থাকাকালীন সময় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবেন না। এর ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী শৃংখলা বিধান মতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহিত হবে।

৫. টিউশন ফি/বেতন/ভাতা ইত্যাদিঃ

(ক) কোন সরকারি চিকিৎসক স্নাতকোত্তর কোর্সের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন টিএ/ডিএ পাবেন না।

(খ) কোর্স চলাকালে সরকারি চিকিৎসককে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ওএসডি হিসেবে নিয়োগ করা হবে এবং তার পূর্ব পদ শূন্য বলে গণ্য হবে। প্রেষণ প্রাপ্তির পর কোর্সে তিনি বেতন ভাতাদি/ টিএ/ডিএ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পাবেন। অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে প্রেষণ প্রাপ্ত সরকারি চিকিৎসক বুক গ্রান্ট, থিসিস গ্রান্ট, পরীক্ষার ফি, সেন্টার ফি, ডিজারটেশন গ্রান্ট পাবেন।

৬. বিভিন্ন কোর্স, আসন বিন্যাস, পরীক্ষাঃ

(ক) মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে সে সকল প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কোর্সে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত আসন সংখ্যার বিপরীতে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।

(খ) স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এর অনুমোদন সাপেক্ষে আসন সংখ্যা পরিবর্তন করা যাবে।

(গ) বিভিন্ন স্নাতকোত্তর কোর্সে মেধার ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি প্রার্থীদের আসন সংখ্যা সমানুপাতে (১:১) হারে নির্ধারিত হবে। তবে সরকারি চিকিৎসকদের জন্য প্রযোজ্য কোটা পূর্ণ না হলে বেসরকারি চিকিৎসক দ্বারা আসন পূরণ করা যাবে। বিভিন্ন কোর্সের বিদ্যমান আসন সংখ্যা (পরিশিষ্ট-ঙ) এই নীতিমালার ৬-(খ) অনুসারে পরিবর্তন যোগ্য ।

(ঘ) প্রতি বছর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কত সংখ্যক চিকিৎসক কোন কোন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা/প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন তার সংখ্যা নির্ধারণ পূর্বক প্রয়োজনের নিরিখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যুক্তিসংগত সময়ের পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং মন্ত্রণালয় থেকে তা পর্যালোচনা পূর্বক সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেয়া হবে ।

৭. বিভিন্ন কোর্সের বিষয়, মেয়াদ ও ছুটিঃ

(ক) বিভিন্ন কোর্সের প্রতি পর্বে মেয়াদ অনুযায়ী উক্ত মেয়াদসহ আরো অতিরিক্ত ০২ (দুই) মাস প্রেষণ মঞ্জুর করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কোর্সের উল্লেখিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষাসহ কোর্স কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

(খ) এমডি/এমএস/এমফিল/এফসিপিএস বা সমপর্যায়ের কোর্সের পার্ট-১, পার্ট-২, পার্ট-৩ তিনটি পর্বের জন্য একসংগে প্রেষণ মঞ্জুর না করে প্রতিটি পর্বের জন্য কোর্সের মেয়াদ অনুযায়ী প্রেষণ মঞ্জুর করা হবে । কোন পর্ব উত্তীর্ণ হবার পরই কেউ কোর্সের পরবর্তী পর্বের জন্য প্রেষণ প্রাপ্য হবেন।

(গ) রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের ক্লিনিক্যাল বিষয়ে ফেজ-এ (২ বছর), ফেজ-বি (৩ বছর), বেসিক সাইন্স বিষয়ে ফেজ-এ (২ বছর), ফেজ-বি (১ বছর), প্যাথলজি বিষয়ে ফেজ-এ (২ বছর), ফেজ-বি (২ বছর) এবং ফার্মাকোলজি বিষয়ে ফেজ-এ (১ বছর ৬ মাস), ফেজ-বি (১ বছর ৬ মাস) এর জন্য মেয়াদ ভিত্তিক প্রেষণ মঞ্জুর করা হবে। একসংগে প্রেষণ মঞ্জুর করা হবে না। ফেজ-এ উত্তীর্ণ হওয়ার পরই ফেজ-বি তে প্রেষণ প্রাপ্য হবেন।

(ঘ) এফসিপিএস ১ম পর্বে সরাসরি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থাকায় এফসিপিএস ১ম পর্ব কোর্সের জন্য প্রেষণ বা কোন প্রকার ছুটি প্রদান করা হবে না । তবে ১ম পর্ব পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে । এফসিপিএস ২য় পর্বের কোর্স ০১ (এক) বছর মেয়াদী হওয়ায় উক্ত কোর্স সম্পন্ন করার জন্য ০১ (এক) বছর ০২ (দুই) মাস প্রেষণ প্রদান করা যাবে । প্রেষণ শেষে অতিরিক্ত প্রেষণ বা কোন প্রকার ছুটি প্রদান করা হবে না ।

(ঙ) যে কোন কোর্সের কোন পর্বের জন্য প্রদত্ত প্রেষণ কাল সম্পূর্ণ ভোগ করার পরও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে উক্ত কোর্সে/কোর্সের যে কোন পর্বের জন্য প্রেষণ বা কোন প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা হবে না। তবে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রাপ্যতা সাপেক্ষে অর্জিত ছুটি পেতে পারেন।

৮. প্রশিক্ষণের জন্য পদায়নঃ

(ক) চিকিৎসকগণ পোষ্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রীর ১ম পর্ব উত্তীর্ণ হওয়ার পর ট্রেনিং পদে পদায়নের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-এর চিকিৎসা শিক্ষা শাখায় বাধ্যতামুলক ভাবে রেজিষ্ট্রেশন করবে। প্রশিক্ষণ পদে পদায়নের ক্ষেত্রে ১ম পর্ব উর্ত্তীণ হবার সময়কাল, জ্যেষ্ঠতা, পছন্দের স্থান ও পদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পদায়ন করা হবে (স্বাস্থ্য সার্ভিসে কর্মকর্তাদের বদলী/পদায়ন নীতিমালা ২০০৮ এর অনুচ্ছেদ নং-৩.২)।

(খ) সংযুক্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণের জন্য নিয়োজিত চিকিৎসকের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ এর মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংযুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক মূল কর্মস্থলে যোগদান করবেন। যোগদান করতে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

(গ) চাকুরীতে যোগদান করার পূর্বে কোন চিকিৎসক স্নাতকোত্তর কোর্সের প্রথম পর্ব সমাপন করে থাকলে ০২ (দুই) বছর উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা তদনিম্ন স্বাস্থ্য স্থাপনায় চাকুরীকাল পূর্ণ করার পরই প্রশিক্ষণ পদে পদায়নের সুযোগ পাবেন।

(ঙ) পরিশিষ্ট-খ তে উল্লেখিত সাব-স্পেশালিটির ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় সমূহে প্রশিক্ষণ পদের স্বল্পতা আছে সে সকল বিষয়ে বিষয় ভিত্তিক অনধিক ১০ জনকে প্রতিসেশনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ মেয়াদ কালের জন্য সংযুক্তি দেয়া যাবে ।

(চ) বিসিপিএস এর সাব-স্পেশালিটির বিষয়ে নির্ধারিত কোর্সের জন্য প্রেষণ প্রয়োজন নাই। সে ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ সমাপান্তে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য বিসিপিএস এর সুপারিশ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য সংযুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৯. প্রেষণ প্রদানের পদ্ধতিঃ

(ক) প্রেষণ প্রদানের দীর্ঘসূত্রিতা নিরসনের লক্ষ্যে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহনে আগ্রহী আবেদনকারীর সকল কাগজপত্র ভর্তি পরীক্ষার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রেষণ নীতিমালার আলোকে পরীক্ষা করবে। প্রেষণের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীর তালিকা প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও কাগজপত্র (সফ্‌ট কপিসহ), মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবে।

(খ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কাগজপত্র প্রাপ্তির পর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক প্রেষণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্যতা নিরুপন করে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তালিকা (সফ্‌ট কপিসহ) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

(গ) মন্ত্রণালয় প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করে প্রেষণ নীতিমালার আলোকে প্রেষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঘ) ভর্তি পরীক্ষা গ্রহনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত তালিকা ব্যাতিরেকে প্রেষণ প্রদান করা যাবে না।

১০. প্রেষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্বঃ

স্নাতকোত্তর কোর্সে ২য় পর্ব/৩য় পর্ব/ফেজ-বি তে অধ্যয়নের জন্য প্রেষণ/শিক্ষাছুটি প্রাপ্ত চিকিৎসকগণ তাদের নিজ নিজ কোর্সে পড়াশুনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিভাগে উক্ত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

১১. শৃংঙ্খলাজনিত ব্যবস্থাঃ

(ক) প্রেষণ/ছুটির প্রস্তাবের সাথে জীবন বৃত্তান্ত এবং ছুটি সংক্রান্ত নির্ধারিত ছকে ভুল তথ্যাদি/ অসম্পূর্ণ তথ্যাদি প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট আবেনদকারীর বিরুদ্ধে শৃংঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(খ) নীতিমালা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি গোপন রেখে কেউ কোন কোর্সে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হলে তাকে সংশ্লিষ্ট কোর্সের জন্য প্রেষণ/শিক্ষাছুটি প্রদান করা হবে না। এক্ষেত্রে তথ্য গোপনের কারণে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে শৃংঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং তথ্য গোপন করে কেউ কোন কোর্সে ভর্তি হলে তা বাতিল করা হবে।

১২. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমঃ

(ক) পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিভিন্ন কোর্সে প্রেষণপ্রাপ্ত এবং প্রশিক্ষণের জন্য পদায়ন প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা তৈরী করবেন এবং কোর্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই পদায়নের জন্য পরিচালক (প্রশাসন)-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবহিত করবেন।

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত প্রেষণ/ শিক্ষা ছুটি এবং প্রশিক্ষণের জন্য পদায়ন প্রদানের সরকারি আদেশ (জিও)-এর এক কপি প্রশাসন অনুবিভাগ, পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা), পরিচালক (এমআইএস),স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে প্রদান করা হবে এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হবে। পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) এবং পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দেশের অভ্যন্তরে উচ্চ শিক্ষার প্রেষণ/ শিক্ষা ছুটি/ প্রশিক্ষণের জন্য পদায়ন প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য ভান্ডার (ডাটা বেজ) হালনাগাদ করে সংরক্ষণ করবেন।

(গ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা প্রত্যেক সেশনে মঞ্জুরকৃত প্রেষণ/ শিক্ষা ছুটি প্রাপ্ত চিকিৎসকদের পৃথক পৃথক তালিকা সংরক্ষণ/হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৩. বিবিধঃ

(ক) এই নীতিমালায় উল্লেখ নাই এমন কোন বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
(খ) এই নীতিমালা জারী হওয়ার পর পূর্ববর্তী সকল প্রেষণ সংক্রান্ত নীতিমালা বাতিল বলে গণ্য হবে ।
(গ) পরিশিষ্টসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনের নিরিখে সংযোজন বিয়োজন করা হবে।

২৭/৪/১৪

(মোঃ আইয়ুবুর রহমান খান)
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট-ক

## বিভিন্ন অনুষদ এর কোর্স সমূহ ও মেয়াদঃ

### মেডিসিন অনুষদঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. এমডি-ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন/ ডার্মাটোলজি এন্ড ভেনঃ/ গ্যাষ্ট্রোএন্টারোলজি/ হেমাটোলজি/ ইন্টারনাল মেডিসিন/ নেফ্রোলজি/ নিউরোলজি/ পেডিয়াট্রিক/ ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাব/ কার্ডিওলজি/ এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড মেটাবলিজম/ সাইক্রিয়াট্রি/ মেডিকেল অনকোলজি/ রেডিয়েশন অনকোলজি/ হেপাটোলজি/ পালমোনলজি/ নিউনেটোলজি/ পেডিয়াট্রিক গ্যাষ্ট্রোএন্টারোলজি/ পেডিয়াট্রিক হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি/ পেডিয়াট্রিক্স নেফ্রোলজি/ পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি/ রিউম্যাটোলজি/ চেষ্ট ডিজিজেজ/ ফরেনসিক মেডিসিন/ ট্রান্সফিউশন মেডিসিন/ ট্রপিক্যাল মেডিসিন | ফেজ-এ<br>০২ বছর(রেসিডেন্সি)<br><br>পার্ট-১, ০৬ মাস (নন রেসিডেন্সি) | ফেজ-বি<br>০৩ বছর(রেসিডেন্সি)<br><br>পার্ট-২, ০৬ মাস (নন রেসিডেন্সি) | ফাইনাল পার্ট-০২ বছর (নন রেসিডেন্সি) |
| ২. এফসিপিএস | ১ম পর্ব -সরাসরি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে। | ২য় পর্ব-মেয়াদ-০১ (এক) বছর | |
| ৩.এমফিল-সাইকিয়াট্রি/রেডিওথেরাপিঃ ০২ বছর মেয়াদি | ০৬ (ছয়) মাস | ০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস | |
| ৪. নিউক্লিয়ার মেডিসিনঃ ০২ বছর মেয়াদি | ০২ বছর | | |
| ৫. ডিপ্লোমা-কার্ডিওলজি/ডার্মাঃ এন্ড ভেনাঃ/চাইল্ড হেলথ/ফরেনসিক মেডিসিন/ডি টি সি ডি/এন্ডাঃ মেটাঃ/ডিবিএসটি : ০২ বছর মেয়াদি | ০২ বছর | | |

### সার্জারী অনুষদঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. এমএস-জেনারেল সার্জারী/ নিউরো সার্জারী/ অবস্ এন্ড গাইনী/ অফথ্যালমোলজি/কমিউনিটি অফথ্যালমোলজি/ অর্থোপেডিক্স সার্জারী/ অটোল্যারিংগোলজি/ পেডিয়াট্রিক সার্জারী/ পলাষ্টিক সার্জারী/ ইউরোলজি/ সিটিএস/থোরাসিক সার্জারী/ সার্জিক্যাল অনকোলজি/ কার্ডিওভাঃ এন্ড থোরাঃ সার্জারী/<br>২. এমডি-এ্যানেসথেসিওলজি/ রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং | ফেজ-এ<br>০২বছর (রেসিডেন্সি)<br><br>পার্ট-১, ০৬ মাস (নন রেসিডেন্সি) | ফেজ-বি<br>০৩ বছর (রেসিডেন্সি)<br><br>পার্ট-২, ০৬ মাস (নন রেসিডেন্সি) | ফাইনাল পার্ট- ০২ বছর (নন রেসিডেন্সি) |
| ৩. এফসিপিএস | ১ম পর্ব -সরাসরি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে। | ২য় পর্ব-মেয়াদ -০১ (এক) বছর | |
| ৪. এমফিল-রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং: ০২ বছর মেয়াদি | ০৬ (ছয়) মাস | ০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস | |
| ৫. ডিপ্লোমা-অফথ্যালমোলজি/ অর্থোপেডিক্স/ এ্যানেসথেসিওলজি/ গাইনী এন্ড অবস্/ অটোল্যারিংগোলজি/ কমিউনিটি অফথ্যালমোলজিঃ ০২ বছর মেয়াদি | ০২ বছর | | |

### ফেলোশীপ প্রশিক্ষণঃ

| | |
|---|---|
| ১. ফেলোশীপ প্রশিক্ষণ (স্বল্প মেয়াদী) | ০৬ (ছয়) মাস। |
| ২. ফেলোশীপ (দীর্ঘ মেয়াদী) | ০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস। |

বেসিক সাইন্স ও প্যারাক্লিনিক্যাল সাইন্স অনুষদঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. এমডি-প্যাথলজি/ বায়োকেমিষ্ট্রি (নন রেসিডেন্সি-০২ বছরের প্রশিক্ষণসহ ০৫ বছর মেয়াদি)<br>২. এমডি-প্যাথলজি (রেসিডেন্সি) - ০৪ বছর মেয়াদি<br>৩. এমডি-মাইক্রোবায়োলজি/ ফিজিওলজি/ ভাইরোলজি/ বায়োকেমিষ্ট্রি/ ল্যাবরেটরী মেডিসিন (রেসিডেন্সি) এমএস-এনাটমি (রেসিডেন্সি) - ০৩ বছর মেয়াদি | পার্ট-১, ০৬ মাস (নন রেসিডেন্সি)<br>ফেজ-এ, ০২ (দুই) বছর<br>ফেজ-এ, ০২ (দুই) বছর | পার্ট-২, ০৬ মাস (নন রেসিডেন্সি)<br>ফেজ-বি, ০২(দুই) বছর<br>ফেজ-বি,০১ এক) বছর | ফাইনাল পার্ট-০২ বছর (নন রেসিডেন্সি) |
| ৪. এমডি-ফার্মাকোলজি (রেসিডেন্সি)-০৩ বছর মেয়াদি | ফেজ-এ, ০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস | ফেজ-বি, ০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস | |
| ৫. এমফিল-বায়োকেমিষ্ট্রি/ মাইক্রোবায়োলজি/ ফার্মাকোলজি/ ফিজিওলজি/ এনাটমি/ প্যাথলজি/ ইমিউনোলজিঃ (সকল নন রেসিডেন্সি এমফিলঃ ০২ বছর) | ০২ (দুই) বছর | | |
| ৬. এমএমইডি-মেডিক্যাল এডুকেশনঃ ০২ বছর | ০২ (দুই) বছর | | |
| ৭. ডিপ্লোমা-ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিঃ ০২ বছর | ০২ (দুই) বছর | | |

প্রিভেনটিভ এন্ড সোশ্যাল মেডিসিন অনুষদঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. এমফিল-পিএসএমঃ ০২ বছর | ০২ (দুই) বছর | | |
| ২. এমপিএইচ-কমিউনিটি মেডিসিন/ ইপিডিমিওলজি/ পিএইচএ/ হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট/ নিউট্রিশন/ এইচপি এন্ড এইচই/ আর সি এইচ/ ওইএইচ/ নন কমিউনিঃ ডিজিজ/ কমিউনিটি নিউট্রিশন (সকল এমপিএইচঃ ০১ বছর ০৬ মাস) | ০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস | | |

ডেন্টাল অনুষদঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. এমএস-কনজারভেটিভ ডেন্টিষ্ট্রি এন্ড এন্ডোডনটিক্স/ ওরাল এন্ড মেক্সিঃ সার্জারি/ অর্থোডনটিক্স/ প্রস্থোডনটিক্স | ফেজ-এ, ০২ (দুই) বছর (রেসিডেন্সি) | ফেজ-বি, ০৩ (তিন) বছর (রেসিডেন্সি) | |
| ২. এফসিপিএস | ১ম পর্ব -সরাসরি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে | ২য় পর্ব-মেয়াদ -০১ (এক) বছর | |
| ৩. ডিপ্লোমা-ডেন্টাল সার্জারীঃ ডিপ্লোমা- ০২ বছর | ০২ (দুই) বছর | | |

বিঃ দ্রঃ-১ রেসিডেন্সি প্রোগ্রাম বাদে সকল অনুষদের ০৫ বছর মেয়াদি সকল স্নাতকোত্তর কোর্সের প্রথম পর্ব (০৬ মাসের কোর্স) পাশ করার পর স্ব-স্ব ডিসিপ্লিনে ০২ বছরের ট্রেনিং লাগবে।

২। উপরে উল্লেখিত কোর্স ব্যাতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ কর্তৃক কোন নুতন কোর্স চালু করা হলে তা পরিশিষ্ট-ক তে অন্তর্ভুক্ত হবে।

পরিশিষ্ট-খ

## (ক) সাব-স্পেশালিটি বিষয় সমূহঃ

(ক)

| | সাব-স্পেশালিটি | | | |
|---|---|---|---|---|
| | সার্জিক্যাল<br><br>কোন চিকিৎসক জেনারেল সার্জারীতে এমএস/এফসিপিএস ডিগ্রী অর্জনের পর এই নীতিমালার ৩(ঙ) অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি প্রাপ্ত হবেন। | মেডিসিন<br><br>কোন চিকিৎসক ইন্টারনাল মেডিসিন এমডি/এফসিপিএস ডিগ্রী অর্জনের পর এই নীতিমালার ৩(ঙ) অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি প্রাপ্ত হবেন। | পেডিয়েট্রিক<br><br>কোন চিকিৎসক জেনারেল পেডিয়াট্রিক্স-এ এমডি/ এফসিপিএস ডিগ্রী অর্জনের পর এই নীতিমালার ৩(ঙ) অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি প্রাপ্ত হবেন। | অবসটেট্রিক্স এন্ড গাইনিকোলজিক্যাল<br>কোন চিকিৎসক অবস্টেট্রিক্স এন্ড গাইনোকলজিক্যাল বিষয়ে এমএস/ এফসিপিএস ডিগ্রী অর্জনের পর এই নীতিমালার ৩(ঙ) অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি প্রাপ্ত হবেন। |
| ১ | ইউরোলজি | ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন | নিওন্যাটোলজি | ফিটো-মেটারনাল মেডিসিন |
| ২ | সার্জিক্যাল অনকোলজী | কার্ডিওলজি | | |
| ৩ | | ট্রান্সফিউশন মেডিসিন | | |
| ৪ | নিউরো-সার্জারী | নেফ্রোলজি | পেডিয়াট্রিক হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি | গাইনিকোলজিক্যাল অনকোলজি |
| ৫ | কার্ডিওভাসকুলার এন্ড থোরাসিক সার্জারী | গ্যাষ্ট্রোএন্টারলজি | পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি | রিপ্রোডাকটিভ এনডোক্রাইনোলজি এন্ড ইনফারটিলিটি |
| ৬ | থোরাসিক সার্জারী | নিউরো-মেডিসিন | পেডিয়াট্রিক গ্যাষ্ট্রোএন্টারোলজি | |
| ৭ | প্লাষ্টিক এন্ড রিকনষ্টাকটিভ সার্জারী | হেপাটোলজি | পেডিয়াট্রিক পালমোনলজি | |
| ৮ | অর্থোপেডিক্স সার্জারী | এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড মেটাবলিজম | পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি এন্ড ডেভেলপমেন্ট | |
| ৯ | পেডিয়েট্রিক্স সার্জারী | পালমোনলজি | পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি | |
| ১০ | কলোরেকটাল সার্জারী | রিউম্যাটোলজি | | |
| ১১ | | ইনফেকসাজ ডিজিজ এন্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন | | |

১. উপরে উল্লেখিত কোর্স ব্যাতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ কর্তৃক কোন নুতন কোর্স চালু করা হলে তা পরিশিষ্ট-খ তে অন্তর্ভুক্ত হবে।

পরিশিষ্ট-গ

বেসিক সাইন্স এর বিষয় সমূহঃ

১. Anatomy
২. Physiology
৩. Biochemistry
৪. Pharmacology
৫. Pathology
৬. Microbiology
৭. Forensic Medicine

অন্যান্য বিষয় সমূহঃ

১. Anesthesiology
২. Cardiovascular & Thoracic Surgery

## পরিশিষ্ট-ঘ (পরিমার্যিত)

(প্রেষণ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৪ এর 'গ' দ্রষ্টব্য)
দেশের অভ্যন্তরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসকদের
উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য স্ব-স্বীকৃত অঙ্গীকারনামা

আমি (নাম)...............................................................(কোড নং-)...............................................

(পদবী).............................................দপ্তর.......................ফোন/মোবাইল নং-....................................

স্থায়ী ঠিকানা.........................................................................................................এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

(শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা)....................................................................................................................

............................................................ .......এর ব্যবস্থাপনায়.................................................

.........................................................................................................মাস/বছর মেয়াদী..........................

.........................................................................................................কোর্সে মনোনীত হয়েছি এবং আমার

মনোনয়ন/নির্বাচন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আমি অঙ্গীকার করছি যে...

(১) কর্তৃপক্ষ ভিন্নরুপ আদেশ না দিলে কোর্স/কর্মসূচি সমাপ্তির পরে নির্ধারিত সময়ে কর্মে প্রত্যাবর্তন করব;

(২) কোর্স/কর্মসূচি চলাকালীন আয়োজক সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের শৃংখলা মেনে চলব এবং আমার চাকুরির সুনাম হানি হয় এরুপ কোন কার্যকলাপে সংশ্লিষ্ট হব না;

(৩) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করব;

(৪) উচ্চ শিক্ষা কোর্স থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে প্রতিষ্ঠান /সংস্থা আরোপিত সকল বকেয়া/দায় (যদি থাকে) পরিশোধ করব;

(৫) কোর্সে অংশগ্রহণকালে ব্যক্তিগত কোন আর্থিক দায়ে পড়লে আমি বা আমার পক্ষে কোন ব্যক্তি বা সরকারের নিকট কোন দাবি করব না। ডেপুটেশন/শিক্ষা ছুটিতে থাকাকালে সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য চাকুরী বিধিমালা আমি অনুসরণ করবো;

(৬) আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা চলমান নেই।

(৭) প্রেষণ শেষ করে সরকারী চাকুরি হতে অব্যাহতি নিলে প্রেষণ নীতিমালা ২০১২ এর অনুচ্ছেদ নং-৪ এর 'গ'-তে উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী ১৫ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ সরকারকে প্রদান করবো।

(৮) আমি এই ঘোষণার কোন শর্ত ভঙ্গ করলে সরকার বিধিমতে আমার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে ।

২। আমি প্রত্যায়ন করছি যে,উল্লেখিত ঘোষণা আমার স্বেচ্ছা-স্বীকৃত । আমি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় স্ব-জ্ঞানে এই অঙ্গীকার নামা স্বাক্ষর করলাম ।

স্থানঃ

অঙ্গীকারকারী কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ

স্বাক্ষী

১।

২।

পরিশিষ্ট-৬

বিভিন্ন কোর্সে বিদ্যমান আসন সংখ্যা

| স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানের নাম | কোর্স এবং আসন সংখ্যা | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | এমএস | এমডি | এমফিল | ডিপ্লোমা | এমপিএইচ | অন্যান্য | মোট |
| ১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ,ঢাকা। | ১৪০ | ১৫০ | ৭০ | ১০৬ | ০ | এমটিএম ১০ | ৪৭০ |
| ২. বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জন, মহাখালী,ঢাকা। | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৩. সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন(সিএমই), মহাখালী,ঢাকা। | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | এমএমইডি ১৫ | ১৫ |
| ৪. ঢাকা মেডিকেল কলজ, ঢাকা। | ৭০ | ১১০ | ৮৬ | ৮২ | ০৬ | ০ | ৩৫৪ |
| ৫. স্যার সলিমুলনাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা। | ২১ | ৩৬ | ১৮ | ৪০ | ০৫ | ০ | ১২০ |
| ৬. ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ। | ২২ | ৪০ | ৩৩ | ৫৯ | ০ | ০ | ১৫৪ |
| ৭. শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল। | ০৪ | ০ | ০৮ | ২২ | ০ | ০ | ৩৪ |
| ৮. চট্রগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্রগ্রাম। | ৩৭ | ৪৮ | ২৯ | ৪৮ | ০৩ | ০ | ১৬৫ |
| ৯. সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট। | ২০ | ১২ | ২৮ | ৪০ | ০ | ০ | ১০০ |
| ১০. রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী। | ১০ | ১৯ | ২৫ | ৪১ | ০৫ | ০ | ১০০ |
| ১১. রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর। | ০৮ | ০৮ | ০৮ | ২২ | ০ | ৪৬ | ৪৬ |
| ১২. বারডেম একাডেমী, শাহবাগ, ঢাকা। | ১০ | ২২ | ১৫ | ১৪ | ০ | ০ | ৬১ |
| ১৩. জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিঃ ও হাসঃ,শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা। | ২০ | ২০ | -০- | ১৪ | ০ | ০ | ৫৪ |
| ১৪. জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনষ্টিঃ ও হাসপাতাল(এনআইডিসিএইচ)। | ০৬ | ১৫ | ০ | ২০ | ০ | ০ | ৪১ |
| ১৫. শিশু হাসপাতাল, শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ৬/২ বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা। | ০ | ০ | ০ | ০৬ | ০ | ০ | ০৬ |
| ১৬. জাতীয় শিশু স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা। | ১০ | ১৫ | ০ | ১৫ | ০ | ০ | ৪০ |
| ১৭. জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনষ্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা। | ০৬ | ১২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১৮ |
| ১৮. নিপসম, মহাখালী, ঢাকা। | ০ | ০ | ০৭ | ০ | ১৬৬ | ০ | ১৭৩ |
| ১৯. ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ | ০৫ | ০৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১০ |
| ২০. ইনষ্টিটিউট অফ নিউকিনয়ার মেডিসিন এন্ড আল্টাসাউন্ড, বনক-ডি, বিএসএমএমইউ ক্যাম্পাস, শাহবাগ,ঢাকা। | ০ | ০ | ০ | ১০ | ০ | ০ | ১০ |
| ২১. শিশু মাতৃ ইনষ্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকা। | ১০ | ১০ | ০ | ৩০ | ০ | ০ | ৫০ |
| ২২. জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ও হাসঃ,শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা। | ১০ | ০ | ০ | ১০ | ০ | ০ | ২০ |
| ২৩. মির্জা আহমেদ ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল,শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা। | ০ | ০ | ০ | ১০ | ০ | ০ | ১০ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৪. লায়ন চক্ষু ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, লায়ন ভবন, রোকিয়া সরনী, আগারগাঁও, ঢাকা। | ০ | ০ | ০ | ০৬ | ০ | ০ | ০৬ |
| ২৫. জাতীয় কিডনী হাসঃ (নিকডু),শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা। | ০৬ | ০৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১৫ |
| ২৬. জাতীয় পংগু ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান(নিটোর), শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা। | ৩০ | ০ | ০ | ১৫ | ০ | ০ | ৪৫ |
| ২৭. ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা। | ২২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২২ |
| ২৮. চট্রগ্রাম মা ও শিশু এবং জেনারেল হাসঃ আগরাবাদ,চট্রগ্রাম। | ০ | ০ | ০ | ০৬ | ০ | ০ | ০৬ |
| ২৯. জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা। | ০ | ০৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০৬ |
| ৩০. ইনষ্টিটিউট অব-হেলথ সাইন্স(ইউএসডিসি), চট্রগ্রাম। | ০ | ০৫ | ০ | ৪৫ | ০ | ০ | ৫০ |
| ৩১. জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট, ঢাকা। | ০ | ০ | ০ | ০৮ | ০ | ০ | ০৮ |
| ৩২. ইউনাইটেড হাসঃ লিমিঃ, প্লট-১৫, রোড-১৭,গুলশান-২,ঢাকা। | ০৬ | ০৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১২ |
| ৩৩. শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া। | ০ | ০ | ০ | ১০ | ০ | ০ | ১০ |
| মোট= | ৪৭৩ | ৫৪৮ | ৩২৭ | ৬৭৯ | ১৮৫ | ৪৫ | ২২৩৭ |

## পরিশিষ্ট-চ

পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাসমূহের দুর্গম উপজেলার তালিকাঃ

| ক্রমিক নং | বিভাগ | জেলা | দুর্গম উপজেলার নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | বরিশাল | ভোলা | মনপুরা | |
| ২ | চট্টগ্রাম | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | নাছিরনগর | |
| ৩ | ” | চট্টগ্রাম | সন্দ্বীপ | |
| ৪ | ” | কুমিল্লা | মেঘনা | |
| ৫ | ” | কক্সবাজার | কুতুবদিয়া | |
| ৬ | ” | ” | মহেশখালী | |
| ৭ | ” | নোয়াখালী | হাতিয়া | |
| ৮ | ঢাকা | গোপালগঞ্জ | কোটলীপাড়া | |
| ৯ | ” | কিশোরগঞ্জ | অষ্টগ্রাম | |
| ১০ | ” | ” | ইটনা | |
| ১১ | ” | ” | মিঠামইন | |
| ১২ | ” | ” | নিকলী | |
| ১৩ | ” | মানিকগঞ্জ | দোলতপুর | |
| ১৪ | ” | ময়মনসিংহ | ধোবাউড়া | |
| ১৫ | ” | নেত্রকোণা | দূর্গাপুর | |
| ১৬ | ” | ” | কলমাকান্দা | |
| ১৭ | ” | ” | খালিয়াজুরী | |
| ১৮ | ” | ” | মদন | |
| ১৯ | খুলনা | বাগেরহাট | শরনখোলা | |
| ২০ | ” | খুলনা | দাকোপ | |
| ২১ | ” | ” | কয়রা | |
| ২২ | ” | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | |
| ২৩ | রাজশাহী | কুড়িগ্রাম | রাজিবপুর | |
| ২৪ | ” | ” | রোমারী | |
| ২৫ | ” | নওগাঁ | আত্রাই | |
| ২৬ | ” | সিরাজগঞ্জ | চোহালি | |
| ২৭ | সিলেট | হবিগঞ্জ | আজমিরিগঞ্জ | |
| ২৮ | ” | সুনামগঞ্জ | বিশ্বম্ভরপুর | |
| ২৯ | ” | ” | ধর্মপাশা | |
| ৩০ | ” | ” | শাল্লা | |
| ৩১ | ” | ” | তাহেরপুর | |
| মোট | ৬টি | ১৯টি | ৩১টি | |